মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর সদরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফসিডিওর অর্থায়নে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) নতুন মদনাডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজিত কর্মসূচির শুরুতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বিদ্যালয় চত্বর প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারী ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় শান্তিকামী নাগরিকরা অংশ নেন।

পরে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের তাৎপর্য ও এবারের প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের প্রতিপাদ্য—“Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day”, যার বাংলা অর্থ “শান্তিতে বিনিয়োগ করুন—সবার জন্য, সর্বত্র, প্রতিদিন।”

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, সংলাপ ও সহযোগিতার বিকল্প নেই। ভিন্নমতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সংঘাত ও সহিংসতা পরিহার এবং আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনসহ সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তারা।

অনুষ্ঠানে পিএফজির অ্যাম্বাসেডর সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন, ওয়েভ সমন্বয়কারী সুমী বিশ্বাস, সোনিয়া আক্তার সোমেনা ও ওয়াইপিএজি সদস্য মুন্নি খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সহকারী

শিক্ষক মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, সহকারী শিক্ষিকা সাইফুন নেছা ও হারুন অর রশিদ, শিক্ষার্থী ও কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং শান্তিকামী নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচির মাধ্যমে মেহেরপুর সদরে শান্তি, সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি যেনো মৃত্যু ফাঁদ

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরের বানিজ্যিক এলাকা খ্রেত গাংনী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ। কিছু স্থানের গর্তের গভিরতা এক থেকে দেড় ফিট পযর্ন্ত হবে। সামান্য বৃষ্টি হলেই এসব গর্তে পানি জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এতে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে সড়কটির এমন বেহাল দশা হলেও সংস্কারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না সড়ক বিভাগকে। ফলে সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সড়কটি যেন এখন মরন ফাদে পরিনত হচ্ছে। তবে উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর বলছে, বরাদ্দ না থাকায় সংস্কার কাজ করতে বিলম্ব হচ্ছে তাদের।

স্থানীয়রা জানান, বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি গাংনী উপজেলার অন্যতম ব্যস্ত সড়ক। এই সড়কটি দুটি জেলার মানুষের সংযোগ সড়ক হিসেবেও পরিচিত। এ পথে বাস, ট্রাক, নসিমন, অটোরিকশা, পাখিভ্যান ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে।

কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কের অধিকাংশ জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির সময় গর্তগুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ায়

কোথায় গর্ত আর কোথায় সমতল, তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে এসড়কটি একটি দুর্ঘটনার ফাদে রুপ নিয়েছে।

পথচারী গৃহবধু শারমিন আক্তার বলেন, এইসড়কটি দিয়ে আমাদের জেলা ও উপজেলা শহরে যাওয়া লাগে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়কটি, অথচ এই সড়কে চলাচল করা যায় না। কেন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে না, সেটাও বুঝতে পারছি না। এই সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের চালকেরা সব সময় আতঙ্কে থাকেন কখন গাড়ি গর্তে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার এক চাচাতো বোনের বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি উল্টে তার হাত ভেঙে গেছে। একটু বৃষ্টি হলে সড়কটিতে পানিতে ডুবে যায়।

পাখিভ্যানচালক টিটু হোসেন বলেন, আমি ভ্যানে করে ইটসহ আড়তের মালামাল নিয়ে ভাড়ায় যায়। বর্তমানে এই রাস্তায় ভাড়া ধরতেও মন চায় না। পরিবারের মুখে একমুঠো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়। অনেক সময় যা আয় হয়, গাড়ি নষ্ট হলে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়। সড়কটি দ্রুত সংস্কার করা দরকার। আর কোনমতে আটকে গেলে পাঁচজন মিলে ধাক্কা দেয়া লাগে।

নসিমনচালক আক্কাস আলী বলেন, আমি প্রতিদিন চাউল লোড করে গাংনী যায়। গাংনী উপজেলায় এর চেয়ে খারাপ রাস্তা চোখে পড়ে না। আমাদের গাড়ি প্রায়ই নষ্ট হয়। মেরামত করতে বাড়তি খরচ গুনতে হয়। অনেক দুর্ঘটনাও দেখেছি। বড় কোনো দুর্ঘটনার আগেই সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

স্কুল শিক্ষক ফারুক আহমদ বলেন, আমাদের বাচ্চাদের স্কুল কলেজ যাওয়ার প্রধান সড়ক এটি। অথচ বতর্মান সময়ে এই সড়কটি দিয়ে চলাচল করা একদম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী এই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় কাদা-পানি লেগে পোশাক নষ্টের পাশাপাশি শারীরিক ভাবেও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই এটি দ্রুত সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

বামন্দী পশুহাট ইজারাদার আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস বলেন,জেলার সবচেয়ে বড় পশুহাট বামন্দী। যেখান থেকে জেলার সবচেয়ে বেশি অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে । এই অঞ্চলে জেলা সবচেয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেশি। অথচ সেই বাজারের সড়কটির এমন বেহাল দশা। ভাবতেই খারাপ লাগে। আমাদের দাবি সড়কটি যেনো দ্রুত সংস্কার করা হয়। সেই সাথে এই সড়কের জলাবদ্ধতা নিরষনের জন্য ড্রেনেজ ব্যাবস্থা খুবই জরুরি। তা না হলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে না।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, বামন্দী-কাজীপুর সড়ক মেরামতের জন্য ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। বরাদ্দ আসলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।

মেহেরপুর-৭৪/২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা বলেন,সড়কটি অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এই সড়কসহ উপজেলার অন্যান্য সড়কের বিষয়ে ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দল।

আজ শনিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা রোমানা আহমেদের নেতৃত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে রোমানা আহমেদ বলেন, পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির যেকোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীন, সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিন, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সহসভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক

সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা, পৌর বিএনপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সালমা খাতুন, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুন, রওশনারা, পেয়ারাসহ জেলা, পৌর ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

এ ছাড়া মহিলা দল নেত্রী নবীনা মল্লিক, ফাতেমা, রুপালি, জ্যোতি, কনা, নাজু, জাকিয়া, চায়না, লায়লা, সুজাতা সেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন এমপি শওকত আরা আক্তার

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩৩ এর সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকালে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে পৌঁছালে বিএনপির নেতাকর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় নেতাকর্মী ও স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে তাকে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন তিনি।

পরে সংসদ সদস্য শওকত আরা আক্তার উর্মি ঐতিহাসিক মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে তিনি ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় তিনি স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, সাংগঠনিক কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন এবং ঐতিহাসিক মুজিবনগরের স্মৃতিবিজড়িত স্থান পরিদর্শন করেন। নেতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, শৃঙ্খলা ও জনসম্পৃক্ততা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

মুজিবনগরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে

সামনে রেখে মানুষের পাশে থেকে গঠনমূলক ও জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন,সাধারন সম্পাদক কামরুল হাসান,মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমানসহ আরো উপস্থিত ছিল মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল ছাত্রদল ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিল-সমাবেশ

‎দেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র পরিকল্পিতভাবে দেশে অস্থিতিশীল নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল।

শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ অফিসের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সরকারি মহিলা কলেজ রোডে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সেখানে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপি সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম সেন্টু, জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান।

বিক্ষোভ মিছিলে মেহেরপুর জেলা যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহণ করেন।

‎

পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হলেও ক্রেতা সংকটে বিক্রি কম

মেহেরপুরের বাজারে মাছের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কমেনি। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় মাছের দাম বাড়তি রয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এতে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষের মাছ কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, গত সপ্তাহের তুলনায় অধিকাংশ সবজির দাম কিছুটা কমে বর্তমানে স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে সব মিলিয়ে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কম থাকায় বিক্রিও কমেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজি, মাছ, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ রয়েছে।

অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা কমলেও ক্রেতাদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৫ টাকা, রসুন ১০০, কচু ৪০, টমেটো ৯০, কাঁচামরিচ ১০০, বেগুন ১০০, আদা ১৭০, শসা ৪৫-৫০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৫০, পেঁপে ১৫, বরবটি ৭০, গাজর ১৪০, ওল ৫০, লালশাক ৪০, পটল ৫০, ঢেঁড়স ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৬০, ঝিঙে ৫০, করলা ৫০ এবং কাঁকরোল ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৬ টাকা, রসুন ৮৫, কচু ৩০, টমেটো ৭০, কাঁচামরিচ ৯০, বেগুন ৯০, আদা ১৪০, শসা ৩৫, কলা ৪০, আলু ১৯, লাউ ৪০, পেঁপে ১০, বরবটি ৬০, গাজর ১২০, ওল ৪০, লালশাক ৩০, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৩৫, মিষ্টি কুমড়া ৪৭, ঝিঙে ৪০, করলা ৪০ এবং কাঁকরোল ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে আটাশ চাল ৫৫ টাকা,

লালসন্য চাল ৫০, আটা ৪৫, মসুরি ডাল ১১০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, সিলভার ২২০, তেলাপিয়া ২৪০, পাঙ্গাস ২০০, গ্লাসকাপ বড় ৪০০, মাঝারি ইলিশ ৭০০, বড় কাতলা ৪০০, চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২২০ এবং বাটা ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের পাইকারি দামও তুলনামূলক বেশি। রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ১৯০ টাকা, তেলাপিয়া ২২০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, গ্লাসকাপ বড় ৩৩০, ইলিশ ৬৭০ , কাতলা ৩৭০, চিংড়ি ৭৫০, জিউল ৩০০, কই ২০০ এবং বাটা ২৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের দাম বেশি হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। মাছ ক্রেতা মকলেস মিয়া বলেন, “আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। তেলাপিয়া ও সিলভার মাছের দাম কিছুটা কমলে আমাদের মতো স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বাজার করা সহজ হতো। চাহিদার তুলনায় বাজারে মাছের পরিমাণ কম থাকায় দামও কমছে না।”

আরেক মাছ ক্রেতা বলেন, “মাছের দাম গত সপ্তাহের মতোই বেশি। পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী মাছ কিনতে গেলে অন্যান্য বাজারের খরচ কমাতে হচ্ছে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এ দামে নিয়মিত মাছ কেনা কঠিন।”

মাছ ব্যবসায়ী সুনিল কুমার হালদার বলেন, “প্রতিদিনের মতো আজও মাছের চাহিদা রয়েছে। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় মাছের বাজারে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই দাম রয়েছে।”

সবজি ক্রেতা মনিরুল ইসলাম বলেন, “ইদানীং বাজারে সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় আজ সবজির দাম কিছুটা কমেছে। গত সপ্তাহে বেগুন ১৩০ টাকা কেজি দরে কিনেছিলাম, আজ ১০০ টাকা দরে কিনেছি। দাম আরও কিছুটা কমলে সাধারণ মানুষের জন্য ভালো হতো।”

ক্রেতা তুষার বলেন, “বেগুন, টমেটো ও গাজর ছাড়া গত সপ্তাহের তুলনায় বেশিরভাগ সবজির দাম কিছুটা কমেছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আমাদের আয়ের তুলনায় এখনো বেশি। সবকিছু একসঙ্গে কেনা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য কঠিন।”
করলা চাষি আসাদুল মিয়া বলেন, “দুই সপ্তাহ ধরে আমরা করলা প্রায় ৪০

টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। এখন আবহাওয়া ভালো থাকলে এবং করলার ফলন ঠিক থাকলে হয়তো চাষিরা লাভবান হতে পারবেন।”

কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী জাব্বার আলী বলেন, “মেহেরপুর বড়বাজারে সব ধরনের সবজি, মাছ, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি খুবই কম। আগে যে পরিমাণ বেচাকেনা হতো, এখন তার অর্ধেকেরও কম হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে অনেক সবজির দাম কমেছে। তবে ক্রেতা কম থাকায় বিক্রি কমে গেছে। অলিগলিতে এবং অধিকাংশ মুদিখানার দোকানেও সবজি বিক্রি হওয়ায় বড় বাজারে খুচরা বিক্রির পরিমাণও কমেছে।”

ব্যবসায়ী আশকার আলী বলেন, “করলা ও কাঁচামরিচসহ কয়েকটি সবজি ছাড়া অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ১০ থেকে ২০ টাকা কমেছে। বর্তমানে চাষিদের উৎপাদন খরচের তুলনায় সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে। তবে বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি খুবই কম।”

মাংসের বাজারে খাসি ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা, সোনালি ২৬০-২৮০, লেয়ার ৩৪০-৩৫০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে পণ্যের সরবরাহ মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি কমে যাওয়ায় বেচাকেনা কমেছে।

বিশেষ করে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষ প্রয়োজনীয় পণ্য কিনলেও মাছসহ তুলনামূলক বেশি দামের পণ্য কেনার ক্ষেত্রে পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছেন।

মুজিবনগরে ১ম কমিউনিটি পুলিশ

কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের শুভ উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার আয়োজনে শুরু হয়েছে ১ম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। খেলাধুলার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখা এবং পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমান, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ,বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মানজারুল ইসলাম,বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াত ইসলামির আমির ফারুক হুসাইন,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, জামায়াত ইসলামী নেতা হাফিজুর রহমান,,পুলিশ কর্মকর্তাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজকরা বলেন, “মাদককে না বলি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি”—এই বার্তাকে সামনে রেখে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। কাবাডির মতো গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি তরুণদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, খেলাধুলা মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করে। পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উদ্বোধনের পর অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে কাবাডি প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে এ আয়োজনকে ঘিরে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।

উক্ত কাবাডী খেলায় জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমী টিম জয়লাভ করে।

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে গৃহবধূর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে সাগরী খাতুন(২৪) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে তার মৃত্যু হয়।

সাগরী খাতুন ভবানীপুর গ্রামের মোঃ জামরুল ইসলামের স্ত্রী। দেড় বছরের একটি শিশু রয়েছে।

সাগরী খাতুনের স্বামী জামরুল ইসলাম বলেন, আমি কাজে গিয়েছি। এই সময় শুনতে পাই আমার স্ত্রী বাড়ির পাশে মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে মারা গেছে।আমি দ্রুত বাড়িতে চলে আসি।আমার একটি ছোট্ট শিশু রয়েছে।তাকে কিভাবে রাখবো কিছুই বুঝতে পারছি না। সে এভাবে পানিতে ডুবে মারা যাবে কখনো ভাবতেও পারিনি।সে প্রায় নিজের ও বাচ্চার কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য নদীতে যেত।

ভবানীপুর গ্রামের ইউপি সদস্য রেজাউল ইসলাম বলেন, সাগরী খাতুনকে পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন তুলে আনার পর দেখে সে মারা গেছে।পরে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, ভবানীপুর গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে এক গৃহবধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ আমজাদ হোসেন। এছাড়া জেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক (কারিগরি) রফিকুল আলম বকুল

জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে ‘শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক-২০২৬’ নির্বাচনে কারিগরি শাখার কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গুণী শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করা হয়। এর আগে রফিকুল আলম বকুল ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মেহেরপুর সদর উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হন। এছাড়া ২০২২, ২০২৪ ও ২০২৬ সালে সদর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

রফিকুল আলম বকুল একজন দক্ষ স্কাউটার। তিনি স্কাউটসের রোভার শাখার একজন উডব্যাজার। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটসের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের রোভার স্কাউটস গ্রুপের ইউনিট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিগ্রি কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৯৮ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (সম্মান) এবং ১৯৯৯ সালে এমকম ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। তাঁর স্ত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন রফিকুল আলম বকুল।